# সূচিপত্র

১. ভূমিকাঃ ..... ১
২. পটভূমিঃ ..... ১
৩. ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ ..... ১
৪. প্রকল্পের মূল আউটপুটঃ ..... ২
৫. প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থানঃ ..... ২
৬. প্রকল্পের অবকাঠামোগত সম্ভাব্যতাঃ ..... ৬
৬.১ এনেক্স ভবনের নির্মাণঃ ..... ৬
৬.২ বিদ্যমান জাদুঘরের আধুনিকায়নঃ ..... ৬
৭. পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নঃ ..... ৭
৭.১ সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবঃ ..... ৭
৭.২ প্রশমন ব্যবস্থাঃ ..... ৭
৭.৩ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ ..... ৭
৮. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ ..... ৭
৯. অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ ..... ৭
৯.১ প্রকল্পের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ ..... ৭
৯.২ প্রাথমিক ব্যয়-প্রাক্কলনের অর্থনৈতিক ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ ..... ৮
৯.৩ লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক পর্যালোচনাঃ ..... ৮
৯.৪ সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণঃ ..... ৯
১০. সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণঃ ..... ৯
১১. উপসংহারঃ ..... ৯
১১.১ কাঠামোগত রুপরেখাঃ ..... ৯
১১.২ ভিত্তির ধরণ বিবেচনাঃ ..... ৯
১১.৩ সামাজিক এবং পুনর্বাসনের প্রভাব বিবেচনাঃ ..... ৯
১১.৪ পরিবেশগত দিক বিবেচনাঃ ..... ৯
১১.৫ অর্থনৈতিক ন্যায়সঙ্গতাঃ ..... ১০
১২. মতামত ও সুপারিশঃ ..... ১০

## ১. ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সর্বসাধারণকে তা প্রদর্শনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বিশেষতঃ সরকারি উদ্যোগে কিংবা অন্যান্য গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি-পূর্ব ও সৃষ্টি-পরবর্তী ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অর্থাৎ জাতীয় জাদুঘরের বিদ্যমান ভবন নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণের স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান ভবনের আভ্যন্তরীণ গ্যালারি ও মিলনায়তনের পুনর্বিন্যাস করা একান্তভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া দেশ ও জাতির দর্পণ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বহিরাংগনের নান্দনিকতা বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন পড়েছে।

## ২. পটভূমিঃ

জাতীয় জাদুঘর প্রকল্পটি ১৯৭৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর অনুমোদিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১৭ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্বোধন করা হয়। ড. এনামুল হক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হোন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবনটি ৪র্থ তলা বিশিষ্ট যার তলার মোট ক্ষেত্রফল ২০২১১৬ বর্গফুট। ১৯১৩ সালে একটি কক্ষ থেকে শুরু করা সংগ্রহশালাটি আজ দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এই চারতলা বিশিষ্ট অবকাঠামোতে অফিসসহ ২টি অডিটরিয়াম, ১টি অস্থায়ী প্রদর্শনী হল, ১৫টি নিদর্শন সৌধ ও অন্যান্য স্টোর, ল্যাবরেটরিসহ ৪৫টি গ্যালারি রয়েছে। গ্যালারিগুলোতে প্রায় ৫,০০০ নিদর্শন দর্শকদের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে। বাকি নির্শনগুলো প্রদর্শনের জায়গার স্বল্পতার কারণে স্টোরে সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। এছাড়া স্টোরগুলো অনেক দিনের পুরাতন হওয়ায় বিরুপ পরিবেশের কারণে নিদর্শনগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। গড়ে প্রতিদিন নিম্নে প্রায় ৩০০০ দর্শক জাদুঘর পরিদর্শনে আসে যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। কোনও কোনও বিশেষ দিনে এই সংখ্যা ০৫ থেকে ২০ হাজারে উন্নীত হয়। জাদুঘরের প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রায় ৯৫,০০০ নিদর্শন রয়েছে। অপর্যাপ্ত গ্যালারির কারণে মহামূল্যবান নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ও প্রদর্শনের জন্য বিদ্যমান ভবনের আভ্যন্তরীণ গ্যালারি ও মিলনায়তনের সম্প্রসারণ এবং নতুন ভবন নির্মাণ করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

## ৩. ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরের বর্তমান ভবনটি সংস্কার বা আধুনিকায়ন করার জন্য গত পয়ত্রিশ বছরে কোনরুপ সামগ্রিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা সাময়িকভাবে সমাধান করা হয়েছে। ফলে জাদুঘরের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজ পরিচালনায় বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও জাদুঘরে জনবল সংখ্যা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ঐ তুলনায় কোন নতুন অফিস/প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৭টি শাখা জাদুঘর চালু রয়েছে। এছাড়াও আরো নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। জাদুঘরের কর্ম-পরিধি পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাদুঘরের প্রধান ভবন থেকে অফিস, নিদর্শন স্টোর, অডিটরিয়ামগুলো প্রস্তাবিত নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হলে জাদুঘরের গ্যালারির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এতে সংরক্ষিত নির্দশনগুলো প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। ফলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আরো ব্যাপক পরিসরে ও দৃষ্টিনন্দনভাবে প্রদর্শন করার সুযোগ তৈরি হবে এবং জাদুঘরের প্রশাসনিক কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ভবনের স্থাপত্য নক্শা প্রণয়নের জন্য ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্ট, বাংলাদেশ (IAB) এর সাথে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করা হয়। সমঝোতাপত্রের আলোকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা আহ্বান করে প্রাপ্ত নক্শাসমূহ হতে জুরি বোর্ডের মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর নক্শা নির্বাচন করা হয়। অতঃপর প্রথম নির্বাচিত নক্শাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হয়। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কিছু পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমার্জন শেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত নক্শা অনুমোদন হলে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ব্যয়-প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। "বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন ও ৩টি বেইজমেন্টসহ ১৩তলা ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ১৪ই মে, ২০১৯ তারিখের প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত হয়। নির্মাণ কাজের ব্যয়-প্রাক্কলন ও আধুনিক সুবিধাদি অন্তর্ভূক্ত করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৃথক ডিপিপি প্রস্তাব তৈরির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় (পরিশিষ্ট-১ দ্রঃ)।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন তিনটি প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার আলোকে সিদ্ধান্তকৃত দু'টি প্রকল্পের একটিতে থাকবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং অন্যটিতে থাকবে জাতীয় জাদুঘর ভবন নির্মাণের সংস্থান। চূড়ান্তকৃত নকশা অনুযায়ী ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ কাজের ব্যয়-প্রাক্কলন করা হয়েছে।

**৪. প্রকল্পের মূল আউটপুটঃ**

প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন হলে এর মূল আউটপুট হবে নিম্নরুপঃ

- ০২টি বেজমেন্টসহ ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ
- জাদুঘরের বিদ্যমান প্রধান ভবন সংস্কার
- ০১টি জিপ গাড়ি, ০১টি ভ্রাম্যমান বাস, ও ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয়
- আসবাবপত্র ক্রয়
- গ্যালারি সজ্জিতকরণ ও নিদর্শন ক্রয়

**৫. প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থানঃ**

প্রকল্পটি ঢাকা জেলার অর্ন্তগত শাহবাগ থানার বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। এটির সঠিক অবস্থান ২৩°৪৪.২৫` উঃ এবং ৯০°২৩.৬৭` পূঃ। প্রকল্পটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দ্বারা পরিবেষ্টিত যার মধ্যে বারডেম হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাসপাতাল, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র, আজিজ সুপার মার্কেট অন্যতম। এসকল স্থাপনাগুলো শাহবাগ স্কয়ারের চারপাশ জুড়ে অবস্থিত।

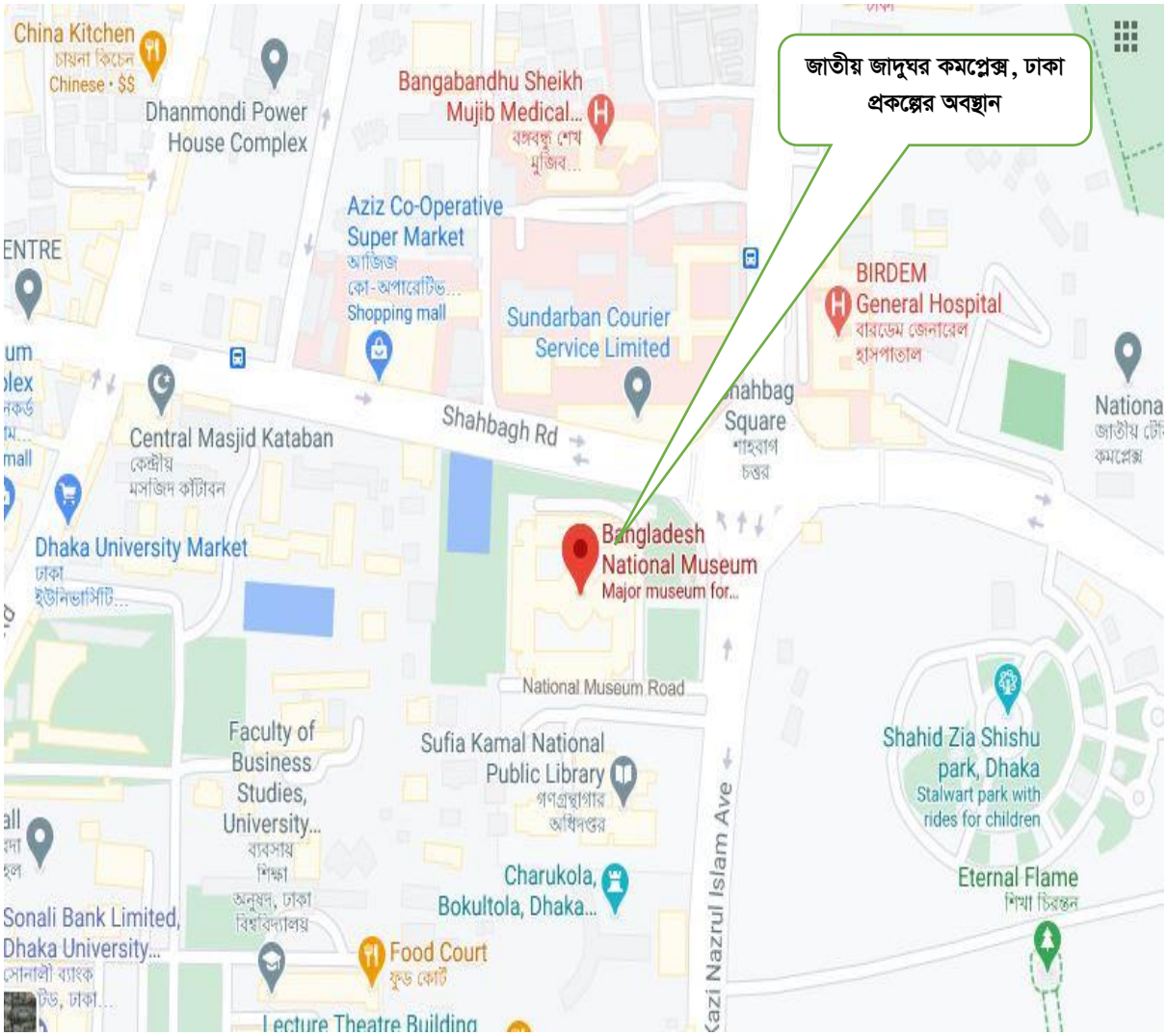


**ফটোঃ গুগল ম্যাপে প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থান**

**ফটোঃ শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের বর্তমান অবস্থা (বহিরাংগন)**

**ফটোঃ জাতীয় জাদুঘরের আভ্যন্তরীণ নিদর্শন (স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু প্রতিফলক)**

ফটোঃ জাতীয় জাদুঘরের আভ্যন্তরীণ নিদর্শন (বিশ্বসভ্যতা ও বাংলাদেশের নৌকা)

**৬. প্রকল্পের অবকাঠামোগত সম্ভাব্যতাঃ**

প্রকল্পটির নির্মাণ ও উন্নয়ন সামগ্রিকভাবে পাঁচটি প্যাকেজে বিভক্ত। প্যাকেজগুলো হলঃ এনেক্স ভবনের নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের সংস্কার, মহাপরিচালকের বাসভবন নির্মাণ, কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ, এবং কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ।

**প্রকল্পের অবকাঠামোগত সারসংক্ষেপ**

প্রকল্প এলাকা : ৩৮৪৫৩২ ফুট
গ্রীণ এরিয়া : ৫২৪০০ ফুট
জলাধার : ৭৫৯১৯ ফুট

**প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ**

- বিদ্যমান জাদুঘরের আধুনিকায়ন
- ০২টি বেজমেন্টসহ ০১টি ১২ তলা এনেক্স ভবন নির্মাণ
- প্রকল্প এলাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে ল্যান্ডস্ক্যাপিং ও জলাধার নির্মাণ
- অডিটরিয়াম নির্মাণ

**৬.১ এনেক্স ভবনের নির্মাণঃ**

এই ভবনটি বিশেষ শ্রেণীর অনাবাসিক ভবনের অন্তর্ভূক্ত। এর কাঠামো ১:১.২৫:২.৫ কংক্রিটসহ (স্টোন চিপ্স) আরসিসি ফ্রেমে নির্মিত হবে। প্রকল্পটি চূড়ান্ত পর্যায়ে ২টি বেজমেন্টসহ ১২ তলা ভবনে পরিণত হবে (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)। এর ভিত্তি হবে পাইল বিশিষ্ট এবং এর ব্যয়-প্রাক্কলন হার নির্ধারিত হয়েছে পিডব্লিউডি শিডিউল রেট, ২০১৮ অনুযায়ী।

**এনেক্স ভবনের সুবিধাদিঃ**

- ০২টি বেজমেন্ট ফ্লোরে ১২০টি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা
- গ্রাউন্ড ফ্লোরে ব্যাংক, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, পাঠক সমাবেশ, ক্যাফেটেরিয়া, সিকিউরিটি সেকশন, কিচেন
- ১ম তলায় কনফারেন্স রুম, কিউরেটর অফিস, পাঠক সমাবেশ, ক্যাফেটেরিয়া
- ২য় তলায় আইটি সেকশন, প্রশাসনিক অফিস, আর্ট গ্যালারী
- ৩য় তলায় কমার্শিয়াল স্পেস ১, প্রকৌশল সেকশন, অডিটরিয়াম (৩০০ আসন)
- ৪র্থ তলায় রুম সার্ভিস, লবি (ভিআইপি ডরমিটরী), অফিস, কনজারভেশন ল্যাব
- ৫ম তলায় বাণিজ্যিক স্থাপনা ২ ও ৩
- ৬ষ্ঠ তলায় ডে-কেয়ার সেন্টার, ডক্টরস চেম্বার, প্রেয়ার রুম, ফুড কোর্ট
- ৭ম থেকে ১২ তলা পর্যন্ত Store থাকবে

**প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত নির্মাণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপঃ**

| | | |
|---|---|---|
| Building Type | : | Non-Residential |
| Building Category | : | Special |
| Type of Structure | : | RCC Frame Structure with 1:1.25:2.5 Concrete (Stone Chips) |
| Foundation For | : | 15-Storey including 2 Basements |
| Foundation Type | : | Pile Foundation |
| Basis of Estimate | : | PWD Schedule of rates 2018 |
| To Be Constructed | : | 12-Storey including 2 Basements |
| Plinth Area | : | 384532 sft / 35727.4 sqm |

**৬.২ বিদ্যমান জাদুঘরের আধুনিকায়নঃ**

এই ভবনটি বিশেষ শ্রেণীর অনাবাসিক ভবনের অন্তর্ভূক্ত। এর কাঠামো ১:১.২৫:২.৫ কংক্রিটসহ (স্টোন চিপ্স) আরসিসি ফ্রেমে নির্মিত হবে। বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন ও প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ছাড়াও অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর সংস্থান ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা অনুসারে ১ম থেকে ৪র্থ পর্যন্ত প্রতিটি তলাতেই আধুনিকায়ন করা হবে (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)। এর ব্যয়-প্রাক্কলন হার নির্ধারিত হয়েছে পিডব্লিউডি শিডিউল রেট, ২০১৮ অনুযায়ী।

**জাদুঘরের আধুনিকায়নঃ**

- গ্যালারীসমূহ আন্তর্জাতিক মানে উন্নিত করতে বিদ্যমান সকল গ্যালারীর আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা পরিবর্তনসহ, অত্যাধুনিক লাইটিং, Air Conditioning, Plumbing, Security System ইত্যাদি সংযোজন করা হবে
- জাদুঘরের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে Facade Treatment, Landscaping, বিদ্যমান জলাশয়ের পুনঃখনন ও চারপাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হবে

**প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত নির্মাণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপঃ**

| | | |
|---|---|---|
| Building Type | : | Non-Residential |
| Building Category | : | Special |
| Type of Structure | : | RCC Frame Structure with 1:1.25:2.5 Concrete (Stone Chips) |
| Basis of Estimate | : | PWD Schedule of rates 2018 and Analysis rates |

**৭. পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নঃ**

**৭.১ সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবঃ**

প্রকল্প নির্মাণের সময় প্রধানত বায়ু মান ভৌত পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবসমূহের মধ্যে উপস্থিত হতে পারে। নির্মাণ পরবর্তী কার্যক্রমের সময় বায়ু মানের উপর নেতিবাচক প্রভাবগুলি যানবাহনের নিষ্কাশন নির্গমনকারী দূষিত পদার্থ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। ফলশ্রুতিতে বায়ূ স্বল্প আকারে দূষিত হতে পারে। নির্মাণ কাজের সময় শব্দ স্তরের উপর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। গাছপালা কেটে ফেলার কারণে জৈবিক পরিবেশের উপরও কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে।

**৭.২ প্রশমন ব্যবস্থাঃ**

শুষ্ক মৌসুমে কাজের পরিধি কমাতে হবে। ধূলিকণার ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত পানি ছিটাতে হবে এবং শব্দ দূষণ কমাতে যথাসম্ভব কম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। সাইট পরিদর্শন, নির্মাণ ক্যাম্পের সামগ্রিক অবস্থা, ভূ-উপরিস্থ পানির মান, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে ইট, বিটুমিন ও সিমেন্ট সুবিধা তদারকি, শব্দ ও কম্পন যাচাই এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়াদি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

**৭.৩ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ**

প্রকল্প বিনির্মাণ এবং পরিচালনা পর্যায়ে কোনরকম বিরুপ প্রভাব এড়াতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা প্রকল্পের পরিবেশগত বিধান এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য প্রভাবগুলি স্বল্প-মেয়াদি এবং গৌণ প্রকৃতির। প্রস্তাবিত প্রশমন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত প্রতিকূল প্রভাবগুলি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস বা দূরিভূত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পরিবেশগত সুবিধার দিক থেকে প্রকল্পটির প্রস্তাবিত অবস্থান গ্রহণযোগ্য।

**৮. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ**

প্রকল্পের দীর্ঘ সময়ের স্থায়িত্ব এবং পরিষেবাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মূল প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান, পরিষেবা ও প্রকল্প কাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে রুটিন মাফিক পরিদর্শন, দু'বছর পর সাধারণ পরিদর্শন এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মূখ্য তদারকি অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

**৯. অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ**

**৯.১ প্রকল্পের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ**

প্রকল্পটি মূল্যায়িত হয়েছে এর বিভিন্ন উপদান যাচাই-বাছাইকরণ এবং বিভিন্ন শর্তসমূহের ন্যায্যতা প্রদিপাদনের মাধ্যমে। প্রকল্পটির সার্বিক নির্মাণকাজ ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা বিভক্ত। এই ভিত্তি প্রকল্পের সার্বিক ব্যয় হবে ৩৩৪০৮.০১ লক্ষ টাকা মাত্র। প্রকল্পটির প্রতিটি সেগমেন্ট বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে ন্যায়সঙ্গত।

**৯.২ প্রাথমিক ব্যয়-প্রাক্কলনের অর্থনৈতিক ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ**

প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয়-প্রাক্কলন নির্ধারিত হয়েছে বিভিন্ন উপকরণের বাজার মূল্য অনুসারে। বিভিন্নরকম নির্মাণ ব্যয় ও বাহ্যিক বৈদ্যুতীকরণ ব্যয় এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সকল প্রাথমিক ব্যয় বাজার মূল্য অনুসারে গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন উপকরণের বাজার মূল্যের চিত্র নিম্নরুপঃ

| Sl No. | Description of Items | Amount in Taka |
|---|---|---|
| 01 | Construction of Annex Building | Tk. 2176570818.17 |
| 02 | External Electrification | |
| | a) 1500 KVA Electrical Sub-Station Equipment | Tk. 26900000.00 |
| | b) 400 KVA Auto Diesel Generator (with ATS & Canopy) | Tk. 18000000.00 |
| | c) Different type Passenger Lift/Bed Lift/Fire Lift (5 nos) | Tk. 50000000.00 |
| | d) Air Conditioning System (500 ton) | Tk. 65000000.00 |
| | e) Centrifugal, Submersible and Pressure Pump Motor | Tk. 1600000.00 |
| | f) Fire Detection System | Tk. 5000000.00 |
| | g) Fire Protection System | Tk. 15000000.00 |
| | h) PABX/Intercom System | Tk. 1000000.00 |
| | i) PA Sound and Multimedia System | Tk. 8000000.00 |
| | j) Stage Light and Sound System | Tk. 4000000.00 |
| | k) CCTV System (Camera, DVR, monitor and wiring etc.) | Tk. 2000000.00 |
| | l) Parking Automation System | Tk. 2000000.00 |
| | m) Audio Device at Plaza Area | Tk. 2800000.00 |
| | n) Lighting Automation at Reading Area | Tk. 16000000.00 |
| | o) Bag Scanner and Metal Detector | Tk. 7000000.00 |
| | p) Day Light Harvesting and Motion Sensor | Tk. 13500000.00 |
| | q) Computer Networking System (Lan/Wi-Fi) | Tk. 1000000.00 |
| | r) Compound / Security Lighting with Gate and Garden | Tk. 6000000.00 |
| | s) Surge Protection Device (ESEAT) | Tk. 800000.00 |
| | t) Force ventilation System (Basement) | Tk. 25000000.00 |
| | u) LED/Neon/Panaflex System | Tk. 1000000.00 |
| | v) Dehumidifier | Tk. 1000000.00 |
| | w) DPDC/Environmental/Fire NOC/ELB Charges | Tk. 2500000.00 |
| | x) Solar PV System (40 KWp) (Gridfree type) | Tk. 5000000.00 |
| | | |
| 03 | Renovation of Existing Museum Building | Tk. 789974263.00 |
| 04 | Construction of Under Ground Water Reservoir | Tk. 7700000.00 |
| 05 | Sinking of 6-inch Deep Tube Well including Distribution line | Tk. 9302042.06 |
| 06 | Construction of Compound Drain | Tk. 1484175.09 |
| 07 | Construction of Approach Road | Tk. 2043849.87 |
| 08 | Construction of RCC Boundary Wall | Tk. 12625467.68 |
| 09 | Construction of Sewerage Treatment Plant | Tk. 50000000.00 |
| 10 | Soil Investigation, Digital Survey, PDA Test | Tk. 2500000.00 |
| 11 | Testing of Materials | Tk. 1000000.00 |
| 12 | Arboriculture/Land Scaping | Tk. 5000000.00 |
| 13 | Contingency (PWD and Architecture) | Tk. 2500000.00 |
| **Grand total** | | **Tk. 3340800615.87** |
| **In Words: Thirty-Three Thousand Four Hundred Eight Point Zero One Lac Only** | | |

**৯.৩ লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক পর্যালোচনাঃ**

ব্যয়-প্রাক্কলনের অর্থনৈতিক মূল্যায়নের সিদ্ধান্তে পৌছাতে লাভ ও ক্ষতি, লাভ-ক্ষতির অনুপাত (BCR), এবং আভ্যন্তরীণ ফেরতের হার (IRR) এর তুলনামূলক পর্যালোচনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আভ্যন্তরীণ ফেরতের হার (IRR) নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লাভ ও ক্ষতির পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে ১৫ শতাংশ (পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাবনা অনুসারে) অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরো ১০ শতাংশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে যাতে করে সুষ্ঠু ফলাফলে পৌছানো যায়। নিম্নোক্ত টেবিলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

**৯.৪ সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণঃ**

প্রকল্পের লাভ ও ক্ষতি প্রাক্কলন (estimation) এবং অভিক্ষেপের (projection) উপর নির্ভরশীল। যদিও বাস্তবিকভাবে প্রকৃত মূল্য ও উপভোগ্য সুবিধার সাথে কিছুটা অমিল থাকতে পারে। প্রকল্পের যথাযোগ্যতা যাচাই করতে ৩টি বিকল্প অবস্থা/পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেগুলো হল:

১. মূল্য প্রবাহে (cost stream) ১০ শতাংশ বৃদ্ধি;
২. সুবিধা প্রবাহে (benefit stream) ১০ শতাংশ হ্রাস;
৩. (১) ও (২) এর যৌথ প্রভাব

প্রকল্পটির সর্বমোট বর্তমান মূল্য বাহান্ন হাজার চারশত আঠারো দশমিক পাঁচ তিন লক্ষ টাকা মাত্র (৫২৪১৮.৫৩ লক্ষ টাকা)। উল্লিখিত মূল্য অনুসারে সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ফলাফল নিম্নোক্ত টেবিলে উপস্থাপন করা হল:

| SI No. | Economic Evaluation | BCR | IRR (%) |
|---|---|---|---|
| **01** | Base Case | 1.31 | 18.72 |
| **02** | Benefit (10% reduced) | 1.19 | 17.62 |
| **03** | Cost (10% increased)) | 1.18 | 17.48 |
| **04** | Combined effect of benefit 10% reduced and cost 10% increased | 1.07 | 16.18 |

প্রকল্পের অর্থনৈতিক মূল্যায়নের সিদ্ধান্তে পৌছাঁতে লাভ-ক্ষতির তুলনা, মোট বর্তমান মূল্য, লাভ-ক্ষতি অনুপাত, ও আভ্যন্তরীণ ফেরতের হার খুঁজে বের করা হয়েছে। সকল ফাইল সংযুক্ত করা হল (পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।

জাদুঘরে প্রতিদিন আনুমানিক ৩০০০ জনের অধিক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটক পরিদর্শনে আসে। জাদুঘরের পরিবর্ধনসাধিত হলে আরো অধিক সংখ্যক পর্যটক পরিদর্শন করতে পারবে যা সরকারের অধিক রাজস্ব আদায়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এরকম আরো বিভিন্ন অর্থনৈতিক দিক যাচাই-বাছাই করে প্রকল্পটি গৃহীত, অর্থনৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত, ও ভবিষ্যতের জন্য লাভজনক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

**১০. সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণঃ**

প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি প্রাক্কলন ও অভিক্ষেপের উপর নির্ভর করে। বাস্তবে এটি প্রকৃত ব্যয় এবং উপলভ্য সুবিধার সাথে পরিবর্তীত হতে পারে। প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনপূর্বক প্রতিটি পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

**১১. উপসংহারঃ**

**১১.১ কাঠামোগত রুপরেখাঃ**

কাঠামোগত দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় এই যৌথ ভবনটি নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় মানদণ্ড অনুসারে নির্মিত হবে বলে বিবেচিত (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

**১১.২ ভিত্তির ধরণ বিবেচনাঃ**

এই ভবনের ভিত্তি কাঠামোগত কার্যক্রম এবং বিভিন্ন নকশাগত দিক সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি নিতে যথেষ্ট সক্ষম। নকশা অনুসারে ভবনের প্রকল্প কার্যক্রম আরো অধিকতর মাত্রায় প্রকৌশল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। ভবনের ভিতরের নকশা যথেষ্ঠ যুগোপযোগী এবং আন্তর্জাতিক মানের যা দর্শনার্থী, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য ও আরামদায়ক (পরিশিষ্ট- ১ ও ২ দ্রষ্টব্য)।

**১১.৩ সামাজিক এবং পুনর্বাসনের প্রভাব বিবেচনাঃ**

বর্তমান অবস্থা এবং অত্র বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভাষ্য বিবেচনায় এখানে সামাজিক এবং পুনর্বাসনমূলক কোন প্রভাব বিদ্যমান নেই। প্রকল্পটি অত্র বিভাগের নিজস্ব জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জন্য কোন পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তাও নেই।

**১১.৪ পরিবেশগত দিক বিবেচনাঃ**

সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব, প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট প্রশমন ও পর্যবেক্ষণমূলক পদক্ষেপ এবং উদ্ভূত সুবিধাদির উপর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রস্তাবিত স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা পার্শ্ববর্তী পরিবেশের গুণগতমান এবং বিদ্যমান সম্পদের উপর কোন বিরুপ প্রভাব ফেলবে না।

**১১.৫ অর্থনৈতিক ন্যায়সঙ্গতাঃ**

প্রস্তাবিত মূল্যায়িত সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মানদণ্ডে করা অর্থনেতিক বিশ্লেষণ থেকে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটি অর্থনেতিকভাবে টেকসই এবং প্রকল্পে বিনিয়োগ অত্যন্ত ন্যয়সঙ্গত। (পরিশিষ্ট- ৩ দ্রষ্টব্য) ।

**১২. মতামত ও সুপারিশঃ**

ক. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার, পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট মূল্যবান নিদর্শনসমূহের যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, অপরদিকে সর্ব সাধারণকে তা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীগণ বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ পাবে।

খ. প্রস্তাবিত প্রকল্প দু'টি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এ তিনটি প্রতিষ্ঠান একই সংস্কৃতি বলয়ের মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপকতর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

# পরিশিষ্ট-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

স্মারক : ৪৩.০০.০০০০.১১৯.১৪.০১২.১৯- ২৭০

তারিখ : ৯৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
২৩ মে ২০১৯।

বিষয় : 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন ও ৩টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন ও ৩টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন নির্মাণ' শীর্ষক নতুন প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা গত ১৪ মে, ২০১৯ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি।

০২। সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : যথাবর্ণনা।

২৩/০৫/২০১৯
বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৭২১৮৮
ই-মেইল: ac@moca.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃ.আ.কাজী মো: ফিরোজ হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল)
৩। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, স্থাপত্য ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃ.আ. জনাব মো: আসিফুর রহমান ভূঁইয়া, উপপ্রধান স্থপতি)
৪। সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।
৫। উপসচিব (বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অডিট), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। জনাব মো: নাদির হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী (চ: দা:), বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।
৭। জনাব ছালেহা খাতুন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসার (চ: দা:), বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।

অনুলিপি :

১। সচিবের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

ছালেহা খাতুন
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার (চ.দা.)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন ও ৩টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি, ভারপ্রাপ্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| সভার তারিখ | : | ১৪/০৫/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ। |
| স্থান | : | সভাকক্ষ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| উপস্থিতি | : | উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট -'ক-তে দেখানো হলো। |

উপস্থাপন :

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান প্রস্তাবিত প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রকল্পের আওতায় গাড়ি পার্কিংসহ বহুতল অফিস ভবন তৈরি; জাদুঘরের মূল ভবন থেকে অফিস ও স্টোর স্থানান্তর করে জাদুঘর ভবনটিকে গ্যালারিতে রূপান্তর করা; নিদর্শনসমূহ নতুন আঙ্গিকে দর্শকদের পরিদর্শনের জন্য গ্যালারিতে উপস্থাপন করা; আধুনিক ও উন্নত মিলনায়তন ও প্রদর্শনী হল স্থাপন করা; প্রশাসনিক কর্মকা- বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; গ্যালারির আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা; গ্যালারিতে নিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি মোট ৬৩৫৭৯.৭০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২.০ আলোচনা: সভাপতি প্রস্তাবিত প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি সঙ্গতিপূর্ণ ও যথাযথভাবে ডিপিপিতে সন্নিবেশিত করার নির্দেশনা দেন। সভায় প্রকল্পের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ যেমন হায়ারিং চার্জ, মেশিন ও সরঞ্জামাদির ভাড়া, আবাসিক ভবন ভাড়া, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, কনসালটেন্সি ফি, অনাবাসিক ভবন (জাদুঘর ভবন), অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা ইত্যাদি অংগসমূহের ব্যয় পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া, সভায় প্রস্তাবিত ডিপিপি'র অসংগতিসমূহসহ পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তাঁর প্রতিবেদন ডিপিপিতে সংযুক্ত করা; প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত জনবলের জন্য অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব প্রেরণ; প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুনর্গঠন করে লিখা; প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি ডিপিপির পার্ট-বি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা; প্রকল্পের আওতায় ০১টি জীপ ও ০২টি মাইক্রোবাস সংগ্রহের সংস্থান রাখা; প্রকল্পের দেশি/বিদেশী প্রশিক্ষণ ও স্ট্যাডি ট্যুরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা; প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজের ব্যয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৮ এর রেট সিডিউলের ভিত্তিতে প্রাক্কলন করা; অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন ও অনাবশ্যক অংগ বাদ দেয়া;

অ.প.দ./০১

Mostafa Museum Building Minutes doc-v-1-

যথাযথ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ডিপিপিতে সংযুক্ত করা; প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ০৫ (প
টাকা বরাদ্দ রাখা; পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া
বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

৩.০ সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ :

৩.১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে তাঁর প্রতিবেদন ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে;

৩.২ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত জনবলের জন্য অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুনর্গঠন করে লিখতে হবে;

৩.৪ প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি ডিপিপি'র পার্ট-বি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে;

৩.৫ প্রকল্পের আওতায় ০১টি জীপ ও ০২টি মাইক্রোবাস সংগ্রহের সংস্থান রাখা যেতে পারে;

৩.৬ প্রকল্পের দেশি/বিদেশী প্রশিক্ষণ ও স্ট্যাডি ট্যুরের জন্য ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব
যেতে পারে;

৩.৭ প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজের ব্যয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৮ এর রেট সিডিউলের ভিত্তিতে প্র
করতে হবে;

৩.৮ অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন ও অনাবশ্যক অংগ বাদ দেয়া যেতে পারে;

৩.৯ আসবাবপত্র, জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং, চলচ্চিত্র অংগসমূহের ক্রয়ের তালিকা ও স্পেসিফি
ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে;

৩.১০ যথাযথ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে;

৩.১১ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে;

৩.১২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখে তাঁর পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া
পারে;

৪.০ সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে

ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।